খই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!

আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd February, 2018

মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলুন

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ঃ ৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

থ্যালাসেমিয়া বিরোধী সচেতনতার লড়াইয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সাথী হন।

February, 2018 Volume-III, Issue-XII 8 Pages, Rs. 2.00 Regd. No-WBBEN/2015/63375

এক পলকে দেশ

মাথায় ওমপ্রকাশ

নয়াদিল্লি-দেশের নতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হচ্ছেন ওমপ্রকাশ রাওয়াত। তিনি অচলকুমার জ্যোতির জায়গায় দায়িত্ব নেবেন।

এক যোগে না

নয়াদিল্লি-লোকসভা ও বিধান সভার ভোট একসাথে করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে সব বিরোধী দল বিরোধিতা করেছে। সংবিধানের মূল কাঠামো বদল নিয়ে বিরোধীরা একজোট্টা।

কালো টাকা রুখতে

নয়াদিল্লি-নির্বাচনের সময় কালো টাকার বেহিসেবি লেনদেন রুখতে নির্বাচনী বন্ড চালু করল কেন্দ্রীয় সরকার। দাতারা বন্ড কিনে রাজনৈতিক দলগুলিকে দেবেন।

এবার জোজিলা

নয়াদিল্লি-মাত্র ১৫ মিনিটে অতিক্রম করা যাবে সাড়ে তিন ঘন্টার পথ। এশিয়ার দীর্ঘতম দ্বিমুখী জোজিলা সুড়ঙ্গ তৈরির অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এটি চালু হলে খুব সহজেই বছরের প্রতিটি মাসেই লে এবং লাদাখ-এ দ্রুত যাওয়া যাবে।

বাধ্যতামূলক নয়

নয়াদিল্লি-২০১৬-র নির্দেশ পরিবর্তন করে সুপ্রিম কোর্ট জানাল, সিনেমা হলে জাতীয় সংগীত বাধ্যতামূলক নয়।

বেনজির

নয়াদিল্লি-স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রথম বেনজির ঘটনা ঘটল সুপ্রিম কোর্টে। বিচারপতি বিদ্রোহ। একদিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। অন্যদিকে শীর্ষ আদালতের চার বিচারপতি। বিষয়টি নিয়ে অনেকেই শঙ্কিত।

রেলের প্রস্তাব

নিজস্ব-লোকসানের জন্য রাজ্যের ৮টি লাইনে ট্রেন চালানো বন্ধ করার প্রস্তাব দিল রেল কর্তৃপক্ষ। একইরকম প্রস্তাব অতীতেও পাঠানো হয়েছিল। চিঠি পেয়ে বেজায় চটেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

জন্মদিনের রূপকথা............

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশু শিল্পীদের নিয়ে জন্মদিনে 'রূপকথা'র আসরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্যসহ প্রমুখ (খবর ২-এর পাতায়)। ছবি : আশীষ সাহা

পলাশ প্রিয়ার আরাধনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবারও সংগঠনের অডিটোরিয়ামে মহা সমারোহে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হল। সেরাম গ্রুপের সমস্ত সদস্যরাই এই পুজোতে আমন্ত্রিত ছিলেন। সরস্বতী পুজোকে সামনে রেখে প্রতিবারই সংগঠনের অডিটোরিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুজো শেষে শুক্লা পঞ্চমীর সকালে সরস্বতীকে সামনে রেখে সেরাম পরিবারের সদস্যরা সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। মূলতঃ অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে সেরাম পরিবারের সকল সদস্যদের একটি মিলন ক্ষেত্র। সব মিলিয়ে পুজোর পরিবেশটা হয়ে উঠেছিল খুবই ভাবগম্ভীর এবং আনন্দঘন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে সকলে অংশগ্রহণ করেন মধ্যাহ্ন ভোজের আসরে। গোটা ব্যবস্থাপনাটির নিয়ন্ত্রণ করেন সংগঠনের সম্পাদক এবং সেরাম গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব আচার্য্য।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে সরসস্বতী বন্দনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে সংগঠনের অডিটোরিয়ামে। ছবি : আশীষ সাহা

ক্যান্সার নিরাময়ে গবেষকদের অভূতপূর্ব সাফল্য

ওয়াশিংটন-যত দ্রুত সম্ভব মানুষের শরীরে থাকা ক্যান্সারকে চিহ্নিত করা যায়, রোগীর সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা তত বাড়ে-চিকিৎসকরা একথাই বলে থাকেন। একেবারে শুরুতেই ক্যান্সার ধরা পড়ার পথ আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। আট ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এই গবেষণার ফল রোগীদের উপকারে আসবে। একটি 'সায়েন্স' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে, এই রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যান্সারকে প্রাথমিক ধাপে চিহ্নিত করে নিরাময়ের চিকিৎসা শুরু করা সম্ভব। এই রক্ত পরীক্ষারই নাম 'ক্যান্সার সিক'। ক্যান্সারের ফলে কোষের মধ্যে থাকা জিনের যে পরিবর্তন হয় তা এই পরীক্ষার দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এর সঙ্গে বোঝা যাবে প্রোটিন নিঃসরণের পরিমাণও। গবেষকদের মতে ক্যান্সার থাকলে সাধারণত ১৬টি জিনের পরিবর্তন ঘটে, আট ধরনের প্রোটিন নিঃসৃত হয়। টিউমার থেকে বেরিয়ে রক্তে মিশে যায় পরিবর্তিত ডি এন এ এবং প্রোটিন। সাধারণ পরীক্ষায় এগুলি ধরা পড়ে না। 'ক্যান্সার সিক' এভাবে আট ধরনের ক্যান্সার চিহ্নিত করতে পারে। শরীরের অনেক অঙ্গের ক্যান্সার দ্রুত চিহ্নিত করা যায় না। এর মধ্যে রয়েছে প্যাংক্রিয়াস। পাকস্থলী, ফুসফুস, ডিম্বাশয়, যকৃৎ ও স্তন ইত্যাদিতে ক্যান্সার ধরার জন্য এই 'ক্যান্সার সিক' ভাল কাজ করছে। স্ক্যান, ম্যামোগ্রাফ, কোলোনোস্কপির মতো চিরাচরিত পদ্ধতির বাইরে 'ক্যান্সার সিক' একটি নতুন পথের দিশা দেখাতে পারবে। বর্তমানে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে সব রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়। ফলে এই নতুন পদ্ধতিতে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে রক্তপরীক্ষার সংখ্যা আগে থেকে অনেক বেড়ে যাবে।

এক পলকে রাজ্য

লোগো'র স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি-পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোগো সরকারি মান্যতা পেল। এই লোগো বা প্রতীকটি মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত। ৫ জানুয়ারি নবান্নে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই লোগো প্রকাশ করা হয়েছে।

বাড়ি উপহার

বর্ধমান-পাঁচ লাখ পরিবারকে বাড়ি দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্ধমানে 'মাটি' উৎসবের মঞ্চে এই ঘোষণা করেন তিনি। প্রকল্পটির নাম 'আমার বাড়ি'।

কেন্দ্রের পুরস্কার

কলকাতা-একশ দিনের কাজে জাতীয় পুরস্কার পেল রাজ্য। মহাত্মা গান্ধী এন আর ই জি-এ প্রকল্পের অধীন গ্রামের উন্নয়নে ভাল কাজ হয়েছে এই রাজ্যে। এ খবর জানান গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মুখ্যসচিব অপরাজিতা সারেঙ্গি।

ভাসমান বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি-পাটুলিতে একটি নোংরা জলের ডোবাকে সংস্কার করে ২৪ জানুয়ারি চালু হল দেশের প্রথম ভাসমান বাজার। ২২৮ জন হকার এই বাজারে জায়গা পেয়েছেন। রয়েছে ১১৪টি নৌকা।

নির্বিঘ্নে পুণ্যস্নান

নিজস্ব প্রতিনিধি-মকর সংক্রান্তি সাগরে পুণ্যস্নান এবার নির্বিঘ্নেই শেষ হল। এবার স্নানযাত্রায় রেকর্ড ভিড় হয়েছিল। বড়সড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

নেতাজির বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি-দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কোদালিয়াতে নেতাজির পৈতৃক ভিটেটি হেরিটেজ ঘোষণা করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এখানে সার্কিট ট্যুরিজম গড়ে তোলা হবে।

এখানে - ওখানে

চলে গেলেন হেমন্তদা

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের একনিষ্ঠ কর্মী, দক্ষ সংগঠক এবং সদস্য হেমন্ত ব্যানার্জি (৬৭) ১৬ জানুয়ারি সকালে পরলোক গমন করেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্যসহ সকল সদস্য। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল থেকে শুরু করে নৈহাটি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় হেমন্তবাবুর পরিচিতি ছিল দক্ষ সংগঠক হিসেবে। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রতিটি কর্ম সূচীতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের স্মৃতি এখনও সজীব রয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন তাঁর সহধর্মিনী এবং একমাত্র পুত্রকে। তাঁর মৃত্যুতে অপরিসীম ক্ষতি হল সংগঠনের।

ফাইভ স্টারের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-মানিকতলা ফাইভ স্টারের ব্যবস্থাপনায় ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য এবং কুইজ পরিচালনা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্য আশীষ সাহা। এই শিবিরকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

দৃষ্টি-র প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগুইহাটির 'দৃষ্টি'র উদ্যোগে ২৮-৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতার ওপর বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক পরিমল রায়, চৌধুরী, বিজন সাহা, সম্পদ রায়, মোনালিসা হালদারসহ অন্যান্যরা।

ছৌ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি-মহেশতলা জালখুরার শিল্পার্থের উদ্যোগে ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরসহ ছৌ কর্মশালা। অনুষ্ঠানের শুরুতে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়া প্রতিহত করতে প্রত্যেকটি ক্লাব সংগঠনকে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্পার্থের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মনোজিৎ অধিকারী সহ বিশিষ্টজনেরা।

রূপকথা নয়, বাস্তব

নিজস্ব প্রতিনিধি-রূপকথা নয়, বাস্তব ঘটনা, যা সমাজচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা যোগায় এই পৃথিবীতে দাগ রেখে যাওয়ার মত কাজ করতে। ১৪ জানুয়ারি, রবিবার সকালে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্যের একমাত্র কন্যা রূপকথার জন্মদিন। একটু একটু করে স্কুলের টিফিনের খরচা বাঁচিয়ে রাখে রূপকথা। জন্মদিনের আগে সেই অর্থ বাবার হাতে তুলে দিয়ে রূপকথা তাঁর আর্জি পেশ করে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে জন্মদিন পালন করবে রূপকথা। মেয়ের এককথায় রাজি হয়ে যান ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য। মেয়ের জমানো টাকার সঙ্গে নিজের পুঁজি যুক্ত করে সেরাম অডিটোরিয়ামে সেই জন্মদিনের অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুরা গান, নাচ ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। গায়ক আবীর চ্যাটার্জির উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, রূপকথার জন্মদিন থেকেই ভবিষ্যত প্রজন্মকে শিক্ষা নিতে হবে। নিজের বাঁচার সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও বাঁচতে সাহায্য করতে হবে। অনুষ্ঠানে ৩৬ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জীবনদায়ী ওষুধ, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

মিলন সংঘের শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাঘাযতীন বিবেকানন্দ মিলন সংঘের উদ্যোগে ২৪ ডিসেম্বর থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্ত পরীক্ষার কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিলেন অপু সাহা এবং অন্যান্যরা।

পুরসভায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন জেনারেল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পুরসভার প্রধান কার্যালয়ের ক্লাব রুমে ১০ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। উৎসবের শুরুতেই থ্যালাসেমিয়ার ওপর সচেতনতা নিয়ে একটি বস্তুনিষ্ঠ অনুষ্ঠান উপস্থাপন করল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া ওপর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য আশীষ সাহা। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং প্রশিক্ষক পি. কে. ব্যানার্জিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সংগীত প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার জগদ্ধাত্রী পুজা কমিটির উদ্যোগে ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল সংগীত প্রতিযোগিতা। এই অনুষ্ঠানে শুরুতে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

পুরস্কার বিতরণী

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়ে গেল ৭ জানুয়ারি। এই অনুষ্ঠানে মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়ার ওপর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিলেন সিটি কেবল-এর কর্ণধার তিনকড়ি দত্ত। ফুটবল প্রশিক্ষক মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ত্রিধারা-র শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে খান্নার পাশে ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়ার মত মারণ রোগকে প্রতিহত করার জন্য চাই সামাজিক প্রয়াস এবং বিভিন্ন সংগঠনের আন্তরিক সহযোগিতা।

ভাই ভাই সংঘের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভাই ভাই সংঘের রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হল ৭ জানুয়ারি। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে থ্যালাসেমিয়ার ওপর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রসুন ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ চ্যাটার্জি, অমরেন্দ্রনাথ পাল এবং প্রদীপ দত্ত।

পল্লীসেবক সংঘের কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি-হাটখোলা পল্লীসেবক সংঘের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল ৩১ ডিসেম্বর। এই শিবিরে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার জীবন ঘোষ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাসহ প্রমুখ।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৯ ৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা) ২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৪৬৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৬, ২৩৫০৮৮৩৬
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া সিটি কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৪৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস-২৪৮৪৪৩২২
সিটি পরেন্ট-২৫৬৪১১৩
জনকল্যান-২৮৬৭৫০১২
হেলথ কেয়ার-২৪১৬৪৬৭৫
আলো-২৪৭২১০৩৯
সিস্টার-২৪৪২৬৩৮৫
লোকনাথ-২৩৭২৭৬৩
লাইফ কেয়ার-২৫৭৮৮৭০২
নিবেদিতা-২২৮৪৭৮১০
আনন্দময়ী-২৪৬৪৭২৯৪
রিলিফ-২২৮৯৭৩৬২
পেলিকান-৯৪৩২৭৬৯২৫
সঞ্জীবনী-২৩৬০৭৮৮১
ট্রেন্ড নার্সেস-২৫৫৪২৭৭৫
নার্সেস অ্যাসো.-২২৪১৬৮২৪

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
নং ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৬৬৬৬/৬১৬৪/৩১৭০
ভবানী ভবন-২৪৭৯১৭৬১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৪৭৫,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪৩১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোল ফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৪
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৬৫৭২৬৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উদয়ের
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
গুখার্ড-২৪৭৫৪৩২০
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
শিশির কুমার ইন্দ-২৫৩৩০৩৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৪৩১৯৮৮৫
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
আলিপুর চেতলা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মীরা সেবা-২৪১১৮৩১৬
মাতৃসংঘ জন কল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
ড. বিধান রায় মেমো-২৫৭৪৯৭৩৮
কুমারটুলি ইনস-২৫৩০৫৫৬১
তালতলা পিপল-২২৬৫৩২৩৯
রাজীব গাঁধী-২৪৫৪৭০৭০
শিবমন্দির-২৪৬৫৬৭৪৯
এমার কেয়ার-২৩২০৩১৮১

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড
এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

হাঁ আমরা এগোচ্ছি লক্ষ্য পুরণের দিকে। আমরা চেয়েছিলাম চিকিৎসা পরিষেবাকে পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে। সময় বলবে আমাদের সাফল্যের কথা। এই মুহূর্তে পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র সিরাম। আর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-ই আমাদের চালিকাশক্তি। আমরা আগামী দিনে এই চিকিৎসা ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে চাই। আর সর্বাধুনিক রক্ত পরীক্ষার প্রযুক্তি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে চাই। আপনারা সঙ্গে আছেন। আমরা পারবই।
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1, Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0696 / 6572, 98302 74990
Fax : 2530 0696
Email: serum.kol @gmail.com
web : www.sserumanalysiscentre.com

কল্পতরু উৎসবে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি-পুরপিতা মোহনকুমার গুপ্ত এবং সত্যিকথা পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে উত্তর কলকাতার বৃন্দাবন ঘোষ লেনে এবং কাশীপুর একতা সংঘের কিষাণ জয়সওয়ালের উদ্যোগে কল্পতরু উৎসবেও জায়গা করে নিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। উৎসবের মাঝেই থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। বৃন্দাবন ঘোষ লেনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সত্যি কথা পত্রিকার কর্ণধার শুভাশীষ ভট্টাচার্য সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কফি হাউসে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি-কফি হাউস সোস্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ৯ জানুয়ারি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির সঙ্গে সংগীতের আসর। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রসুন ব্যানার্জি, অরিন্দম গাঙ্গুলি, গৌতম ভট্টাচার্য, জয়দীপ মুখার্জি, রাহুল বর্মন এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। উদ্যোক্তা সংগঠনের সম্পাদক অচিন্ত্যকুমার লাহার এই উদ্যোগকে ভূয়সী প্রশংসা করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকরা।

বম্ব সাইক্লোন

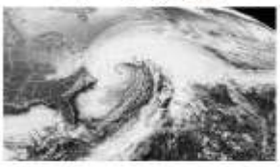

নিউইয়র্ক-বোমা ঘূর্ণিঝড় ধীরে ধীরে পিছু হঠছে। তীব্র ঠান্ডা হাওয়ার জেরে তাপমাত্রা নিউ ইয়র্কে তাপমাত্রা মাইনাস ১৫ এবং বস্টনে মাইনাস ২৫ নেমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন আবহাওয়া বিদরা।

বর্ষশেষে বিপদ

লিভারপুল-বর্ষশেষের রাতের আনন্দে হঠাৎ নেমে এল বিষাদ। এক লহমায় পুড়ে গেল ১৬০০ গাড়ি। ঘটনাটি ব্রিটেনের শহর লিভারপুলের। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইন্ডোর এরিনা নামে একটি পার্কিং লটে ১৬০০ গাড়ি রাখা ছিল। প্রথমে একটি গাড়িতে আগুন লাগার পর দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে। পুড়ে যায় সব গাড়ি। হতাহতের কোন খবর নেই। পার্কিং লটের পাশে ঘোড়াদের প্রদর্শনী হওয়ার কথা ছিল, নিরাপত্তার কারণে তা বাতিল করা হয়েছে।

শরিফকে নিয়ে জল্পনা

সৌদি আরব-বছরের শেষদিনে সৌদি আরব পৌঁছলেন পাকিস্তানের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। পানামা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়ে গদি হারান নওয়াজ শরিফ। বিরোধীরা জানান, পাকসেনার সঙ্গে গোপন সমঝোতা করেই নির্বাসন পর্ব শেষ করে সৌদিতে গিয়েছেন শরিফ। সেখান থেকেই ব্যবস্থা পাকা করে ফের পাকিস্তানে ফিরবেন তিনি। ঘোলা জলে মাছ ধরবার জন্য শরিফ এখন ব্যস্ত।

ভারত-পাক বৈঠক

ওয়াশিংটন ডিসি-পাকিস্তানে চলছে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখন অত্যন্ত খারাপ জায়গায় রয়েছে। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে সিন্ধু জলচুক্তির অধীনে দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানে বৈঠক হয়ে গেল। বিশ্বব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে এই বৈঠক হয়েছে।

ট্রাম্প-পুতিন সম্পর্ক

মস্কো-নতুন ইংরেজি বছরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানালেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। শুভেচ্ছা ফোনেই দু'দেশের সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগের কথা জানালেন পুতিন। পুতিন বলেন, 'প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বের স্থিতিশীলতা স্বার্থে আমেরিকা ও রাশিয়ার আলোচনা খুবই জরুরি। আলোচনার মাধ্যমেই দু-দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও বাস্তবসম্মত সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব।

জমে বরফ : প্রবল ঠাণ্ডায় জল এখন বরফ। কানাডার দিক থেকে তোলা নায়াগ্রা'র ছবি।

সাগরপারের টুকিটাকি

এক টেবিলে

সোল-একই টেবিলে বসছেন মিত্র-শত্রু পক্ষের দুই নেতা। দু'বছর পরে উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন হট লাইন পরিষেবা চালু করার নির্দেশ দেন। যোগাযোগ শুরু হয় দু'দেশের মধ্যে। ৯ জানুয়ারি দু'দেশের সীমানার মধ্যবর্তী গ্রাম পান মুনজমে বৈঠক করলেন দু'দেশের প্রতিনিধিরা। ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়ংচাং শুরু হচ্ছে শীতকালীন অলিম্পিক। আর এক পড়শি দেশ জাপান ইতিমধ্যেই বেশ সতর্ক।

'প্রতারক' পাকিস্তান-ট্রাম্প

ওয়াশিংটন-বছরের শুরুতেই পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করেই কড়া হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নতুন বছরের প্রথম টুইটে ইসলামবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, 'জঙ্গি দমনের নাম করে পনেরো বছর ধরে পাকিস্তান আমাদের কাছ থেকে ৩৩০০ কোটি ডলার নিয়েছে। অথচ জঙ্গি দমন না করে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলেছে।' আগামীদিনে জঙ্গি দমন খাতে আমেরিকার তরফ থেকে আর কোনো অর্থনৈতিক সাহায্য যে পাকিস্তান পাবে না, তার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই টুইটে দিয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আর নয়! ওরা আমাদের বোকা ভাবে? আফগানিস্তানে আমরা একার চেষ্টায় জঙ্গি খতম করছি, অথচ ওদের স্বর্গরাজ্য পাকিস্তানে। এটা চলতে পারে না।' ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে জঙ্গি দমন খাতে সমস্ত বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

নিলামে দাম উঠেছিল ৩ কোটি ৬৪ লাখ ইয়েন। ৪০৫ কেজির এই ব্লু ফিন টুনা মাছটি কেনেন টোকিওর সুশি রেস্তরাঁ চেনের মালিক হিরোশিও নোভেরা

প্রয়াত ইয়ং

ওয়াশিংটন-তিনি চাঁদে পাক খেয়েছেন, হেঁটেছেন। ছ'বার মহাকাশ যাওয়ার রেকর্ড রয়েছে তাঁর। মার্কিন মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্র নাসা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন টানা ৪২ বছর। কিংবদন্তি মার্কিন নভশ্চর জন ইয়ং ৮৭ বছরে মারা গেলেন। নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে ক্ষতি হল মহাকাশ গবেষণার।

কেমন বিকাশ?

দাভোস-সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বের ৭৪টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ৬২তে। পড়শি দেশ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের থেকেও খারাপ অবস্থা ভারতের। দাভোসে ভব্লু. ই. এফ-র সম্মেলনের আগে এই তথ্য প্রকাশ করেছে তারা। ভারতের উন্নয়ন যে সঠিক হারে হচ্ছে না, সেটা দেশের অর্থনীতিবিদ্রা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

প্রঃ গ্লুলেন বেরি সিনড্রোম সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। প্রবীর দাস, বেহালা

উঃ এই অসুখ (Guillain Barre Syndrome) হল একটি নার্ভের অসুখ। অনেকেরই এই অসুখ হয়। ছেলেদের এই অসুখ বেশি হয় মেয়েদের তুলনায়। বড়োদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোন নফেকশনের কিছু পরে এই অসুখ দেখা দেয়। যেমন, ক্যাম্পাইলোব্যাকটার জেজুনি (Campylobacter Jejuni) সাইটোমেগালোভাইরাস (Cytome galovirus), Epstrin Barr virus, Mycoplasma Penumoniae প্রভৃতি। কিছু টিকা (Vaccine) দেওয়ার পরে যেমন Swine Influenza Vaccine। এই রোগের সম্ভাবনা বাড়তে দেখা গেছে যদিও তা খুব নামমাত্র। এছাড়াও লিম্ফোমা (Lymphoma) SLE, HIV প্রভৃতির সঙ্গে এই অসুখের যোগসূত্র লক্ষ্য করা গেছে।

উপসর্গঃ এই অসুখে হাত ও পায়ের জোর কমে যায় (Paralysis)। প্রথমে পায়ে, তারপর হাতের জোর কমে যায়। এইসব হয় খুব তাড়াতাড়ি, কয়েক ঘন্টার মধ্যে বা কিছুদিন ধরে। শুরুর সময় হাতে পায়ে ঝিন ঝিন (Paraesthesia) হতে পারে। অন্যান্য নার্ভ ও আক্রান্ত হতে পারে। শ্বাসকষ্ট হতে পারে। গলা, ঘাড়, পিঠে ব্যথা হতে পারে। রক্তচাপের তারতম্য, নিম্ন রক্তচাপ, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন (Cardiac Dysrhythmias) প্রভৃতি হতে পারে। মাংসপেশীতে ব্যথা হতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis) ঃ রোগের উপসর্গ থেকে এবং রোগীকে পরীক্ষা করে অনেকটাই বোঝা যায়। কিছু পরীক্ষা যেমন, CSF (স্নায়ুরস) পরীক্ষা, ENG (Electromyography) প্রভৃতি, রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে। যত দেরি হবে তত অসুবিধা হবে। স্থিতাবস্থায় পৌঁছলে চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। প্রধান চিকিৎসা হল ঃ ইমিউনোগ্লোবুলিন (High dose Intravenous Imunoglobulin) এবং প্লাজমাফেরেসিস (Plasma pheresis)। দুটোই সমানভাবে কার্যকরী। সাধারণত ইমিউনো গ্লোবিন দিয়েই চিকিৎসা শুরু করা হয়। এটি সাধারণত পাঁচদিন দেওয়া হয় (Dose-2gm/kg body weight)। এটি বেশ দামী ওষুধ। প্লাসমাফেরেসি সাধারণত পাঁচবার দেওয়া হয়, এক সপ্তাহ ধরে।

এই চিকিৎসা করলে অসুখ তাড়াতাড়ি সারে এবং সমস্যাও কম দেখা দেয়। স্টেরয়েড এই অসুখে কার্যকরী হয় না। যদি কখনও কিছুদিনের মধ্যে পুনরাক্রমণ (Relapse) হয়, আবার ওই চিকিৎসা করতে হয়।

খুব সামান্য প্রকোপ হলে, বা রোগ স্থিতাবস্থায় থাকলে এইসব চিকিৎসা না করলে চলে। বেশির ভাগ রোগীকেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। শ্বাসকষ্ট, হৃদস্পন্দনের সমস্যা প্রভৃতি হলে Critical Care Unit (CCU) - এ রাখা ভাল। কখনও বা ভেন্টিলেটর সাপোর্ট লাগতে পারে। চেস্ট ফিজিও থেরাপির দরকার হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগি পুরোপুরি সেরে ওঠে। সামান্য কিছু অসুবিধা থেকে যায় এবং আস্তে আস্তে ঠিক হয়। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থেকে যায়, বিশেষত যদি চিকিৎসা দেরিতে শুরু করা হয়। সুতরাং, দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা দরকার।

প্রঃ জলাতঙ্ক রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রাবণী ব্যানার্জি, সল্টলেক।

উঃ হ্যাঁ, এই নিয়ে আলোচনা হওয়া খুবই দরকার। এখন এই রোগ কিছু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে।

এই রোগ হয় Rabics virus-এর আক্রমণ থেকে। এই ভাইরাস শরীরে আছে এরকম জীবজন্তু যেমন কুকুর, বিড়াল, বাদুড় প্রভৃতির কামড় থেকে। উত্তর আমেরিকায় বাদুড়ের কামড় থেকে এই রোগ হয়। খুব কমক্ষেত্রে হওয়ার জন্য ভাইরাস ছড়াতে পারে (Aerosol), যেমন ব্রাজিলে বাদুড় ও দুষিত গুহায়। আবার অঙ্গ প্রতি স্থাপনের মাধ্যমেও এই রোগ ছড়ায়।

উপসর্গ ঃ-জ্বর, মাথাব্যথা, ভালো না লাগা, বমি, বমির ভাব প্রভৃতি উপসর্গ দিয়ে এই রোগ শুরু হতে পারে। এরপর কামড়ানোর জায়গায় আশেপাশে চুলকানি ব্যথা বা অস্বাভাবিক অনুভূতি হতে পারে।

ENCEPHALITIC RABIES-এটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে (৮০%) দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেখা দেয় জ্বর, দ্বিধাগ্রস্ততা (Confusion), ভুল দেখা (Hallucinations), খিঁচুনি (seizures) প্রভৃতি। মুখ থেকে বেশি লালা পড়া (Hyper Salivation), অনিয়মিত হৃদস্পন্দন প্রভৃতি হতে পারে। এইরোগের বিশেষত্ব হল জলের আতঙ্ক (Hydrophobia) তরল পদার্থ গিলতে গিয়ে বিভিন্ন মাংসেপশীর, মধ্যচ্ছদ্দা, বা শ্বাসযন্ত্রের অন্য পেশি, ল্যারিঙ্গস ও ফ্যারিঙ্গস -এর পেশির যন্ত্রনাদায়ক সংকোচন) এবং হাওয়ার ভয়ে (Aerophobia)। মুখ থেকে ফেনা বের হতে দেখা যায়। (foaming)। পরবর্তী পর্যায়ে কোমা দেখা দিতে পারে। অনিয়মিত হৃদস্পন্দন (Cardiac Arrythmias) সমস্যা হয়ে দাড়াতে পারে।

প্যারালাইটিক র‍্যাবিস-(প্রায় 20% দেখা যায়)-এক্ষেত্রে মাংসপেশি কমজোরি হয়ে যায় (Paralysis)। এই প্যারালাইসিস প্রথমে কামড়ানো জায়গার আশেপাশে হয় এবং তারপর ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে হাত, পা, মুখ প্রভৃতি কমজোরী হয়ে যায়। এই রোগীরা এনসেফ্যালাইটিক র‍্যাবিস রোগীদের থেকে অপেক্ষাকৃত বেশিদিন বাঁচে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)-কামড়ানো পর থেকে এবং উপসর্গ থেকে সাধারণত ধারণা পাওয়া যায়। রক্তরস (Serum), স্নায়ুরস (CSF), লালা (Saliva), মস্তিষ্ক (Brain tissue) প্রভৃতি পরীক্ষা করা যায়।

চিকিৎসা ঃ এই রোগের কোনও চিকিৎসা নেই। কষ্ট কমানোর জন্য চিকিৎসা এবং সহায়ক চিকিৎসা (supportive management) করা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই রোগ যাতে না হয়, তা দেখা (Prevention)।

কামড়ানোর পরবর্তী অবস্থা (Post Exposure Prophylatis)-যদি সম্ভব হয় ওই কুকুর বা বিড়ালকে আটকে রেখে দশ দিন দেখতে হবে যে, তার মধ্যে র‍্যাবিসের উপসর্গ দেখা দিচ্ছে কি না। যদি ওই প্রাণীটির দশদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকে তবে কিছু করার দরকার নেই। যদি দশদিনের মধ্যে ওইপ্রাণীটির মধ্যে র‍্যাবিসের লক্ষণ দেখা দেয়, তবে তাকে মেরে ফেলে তার মাথাটা পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে এবং রোগীকে ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু করে দিতে হবে। পরীক্ষার ফলে যদি র‍্যাবিসের প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে ভ্যাকসিন বন্ধ করে দিতে হবে।

(চলবে)

সম্পাদকীয়

গোড়ায় গলদ

কেন্দ্রীয় সরকার এবং আধার কর্তৃপক্ষের সম্যক জ্ঞান রয়েছে যে, দেশের নাগরিকদের তথ্য কতটা মূল্যবান। অথচ সংবাদপত্রে আধার তথ্য ফাঁসের খবর প্রকাশ হতেই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক এবং সেই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে ময়দানে নেমে গেলেন 'তারা'। মাত্র পাঁচশ টাকা খরচ করলেই আধার তথ্যের দরজা খুলে যায়। দেশের বহু কোটি মানুষের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নাগাল পাওয়া সম্ভব হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে স্বাভাবিকভাবেই 'ড্যামেজ কন্ট্রোলে' নেমে পড়ল কেন্দ্রিয় সরকার এবং আধার কর্তৃপক্ষ। তারা জানালেন, আধার তথ্যের নিরাপত্তা বাড়াতে মার্চ মাস থেকে ভার্চুয়াল আইডেন্টিফিকেশন (ভি আই ডি) চালু হচ্ছে। কেন এমনটা হল? তার উত্তর খোঁজার প্রয়োজন নেই? কোনও প্রয়োজনে স্ব পরিচয় প্রমাণের ক্ষেত্রে আধার নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে। এটি একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক ব্যবস্থা। ওয়ান টাইম পাস ওয়ার্ড (ওটিপি)-এর মতো ভি আই ডি ব্যবস্থা তথ্যের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে একটা অতিপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ফলে এখন কোনো সংস্থার কাছে শুধুমাত্র কে ওয়াই সি জমা করলেই কাজ হাসিল করা যাবে। যাবতীয় তথ্য উগড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ভি আই ডি কতটা নিরাপদ, মেয়াদ কতদিনের, কাজের ধরণ কেমন, এসব এখনো ধোঁয়াশায় পরিপূর্ণ। আধারের নিরন্তন জট হতে মুক্তিলাভের সাময়িক পথের খোঁজ পাওয়া গেল, এটুকুই প্রাপ্য। আমাদের দেশে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে গেলে ইন্টারনেট নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে। ডিজিটাল সাক্ষরতার হার খুবই কম। সেখানে 'দুধের বদলে ঘোল' পেলেই মানুষ আপাত ব্যবস্থার সঙ্গে সহবাস করতে ভালোবাসবেন।

ইদানিং আধার তথ্য ফাঁসের অনেক খবর প্রকাশ হয়েছে। এর সঙ্গে ভি আই ডি ব্যবস্থা চালু করার মধ্যে দিয়ে আধার কর্তৃপক্ষের ভুলটি সহজেই অনুমেয়। আধারে একজন মানুষ সম্পর্কে যত তথ্য থাকে, তা দিয়ে রামের বদলে শ্যাম চাইলে, অপকর্ম করে তা রামের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে। কত বেশি ভারতবাসীর আধার কার্ড করা হল, সগর্বে তা জাহির করতে গিয়ে গোড়াতে গলদ থেকে গেছে। এই বিষয়ে আরও সাবধান হয়ে ব্যবস্থাটি চালু করা উচিত ছিল কেন্দ্রিয় সরকারের। কিন্তু ইতিমধ্যে যতটা তথ্য বিভিন্ন সংস্থার হাতে চলে গেছে, তার কি হবে? কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে এমন কোন যাদুদণ্ড আছে কি, যা দিয়ে সম্ভাব্য অপব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব হবে। অযৌক্তিকতাকে কোনওভাবেই যুক্তির মানদণ্ড হিসেবে খাঁড়া করা যায় না।

সমাধি

স্বামী বিবেকানন্দ

যখন অন্তঃকরণে রজস্তমোগুণ হইতে পৃথক্ করিয়া চিন্তা করা হয়, তখন উহাকে সানন্দ সমাধি বলে। ঐ সমাধিতেই যখন আমরা অন্তঃকরণকে সমুদায় উপাধিশূন্যভাবে চিন্তা করি, যখন ঐ সমাধি বিশেষ পরিপক্ক হইতে যায়, যখন স্থূল, সূক্ষ্ম সমুদয় ভূতের চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া মনের স্বরূপাবস্থাই ধ্যেয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, কেবল সাত্ত্বিক অহঙ্কারমাত্র অন্যান্য বিষয় হইতে পৃথক্কৃত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তখন উহাকে সাস্মিতা সমাধি বলে। এ অবস্থায়ও সম্পূর্ণরূপে মনের অতীত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা পাইয়াছেন, তাঁহাকেই বেদে 'বিদেহ' বলিয়া থাকে। তিনি আপনাকে স্থূল-দেহ-শূন্য-রূপে চিন্তা করিতে থাকেন, কিন্তু আপনাকে সূক্ষ্ম-শরীরধারী বলিয়া চিন্তা করিতে হইবেই হইবে। যাঁহারা এই অবস্থায় থাকিয়া সেই পরম পদ লাভ না করিতে প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতিলয় বলে, কিন্তু যাঁহারা কোন প্রকার ভোগ-সুখে সন্তুষ্ট নন, তাঁহারাই চরমলক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন। অন্য প্রকার সমাধিতে সর্ব্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অভ্যাস করা হয়, কেবল চিত্তের গূঢ় সংস্কারগুলি মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ঐ সমাধি আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না—আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। একজন ব্যক্তি সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো। একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-বিশ্ব-মহাপদ্মলীনা! চিত্তময়ী অয়ি জ্যোতিস্মতী! মহিয়সী মহাসরস্বতী!
শক্তির বিভূতি তুমি। তুমি মহাশক্তি সমুদ্ভবা ; সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী! অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা!

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-সংস্কৃতি বলিলে বুঝি উন্নত মানবসমাজের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি, তাহার আধিমানসিক আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ, তাহার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ, তাহার বাহ্য সভ্যতার প্রাণবস্তু।

মাসতামামি

১ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা প্রথম শিল্পকলা প্রদর্শনী ১৮৩১।
প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৯৬০।

২ ফেব্রুয়ারি — সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর স্ট্যালিনগ্রাদে বিজয়োৎসব ১৯৪৩।
এশিয়াটিক সোসাইটির অংশ হিসেবে কলকাতা সংগ্রহশালা চালু ১৮১৪।

৩ ফেব্রুয়ারি — শিল্পী নন্দ লাল বোসের জন্ম ১৮৮৩।
ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ১৯৩০।
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১৯১৬।
বম্বে থেকে কুরলা পর্যন্ত প্রথম বৈদ্যুতিন ট্রেন চালু ১৯২৫।

৪ ফেব্রুয়ারি — হো চি মিনের ভারত সফর ১৯৫৮।
স্ট্যালিন, রুজভেল্ট এবং চার্চিলের বৈঠক মাল্টায় ১৯৪৫।
দেশের মধ্যে এর্নাকুলাম প্রথম শিক্ষিত জেলা হিসেবে ঘোষণা ১৯৯১।

৫ ফেব্রুয়ারি — চার্লি চাপলিনের প্রথম সিনেমা মর্ডান টাইমস-এর মুক্তি ১৯৩৭।
পৃথিবীতে প্রথম সিন্থেটিক প্লাস্টিক আবিষ্কার করলেন বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী ১৯০৯।

৬ ফেব্রুয়ারি — গভর্নর স্ট্যানলিকে গুলি করে হত্যা করলেন বীনা দাস ১৯৩২।
ত্রিশ বছরের ওপরে মহিলাদের ভোটাধিকার আইন চালু হল ব্রিটেনের ১৯১৮।

৭ ফেব্রুয়ারি — গ্রানাডার স্বাধীনতা ১৯৭৪।

৮ ফেব্রুয়ারি — শ্রমিকদের নেতৃত্বে পার্টি গঠন ১৯২৭।
মেক্সিকো সিটিতে প্রথম রঙীন টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচার ১৯৬৩।

৯ ফেব্রুয়ারি — কলকাতায় টাঁকশাল চালু ১৭৫৭।
প্রথম জনগণনা শুরু ১৯৫১।

১০ ফেব্রুয়ারি — রবীন্দ্র সেতুর (হাওড়া ব্রিজ) উদ্বোধন ১৯৪৩।
কবি নবীন চন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৪৭।
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৯২২।

১১ ফেব্রুয়ারি — থমাস আলভা এডিসন আবিষ্কার করলেন বৈদ্যুতিক বাল্ব, মুভি ক্যামেরা ও গ্রামোফোন।

১২ ফেব্রুয়ারি — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার ১৯২২।
চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯।

১৩ ফেব্রুয়ারি — কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯।
হো চি মিনের কলকাতায় আগমন ১৯৫৮।
বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া স্থাপিত ১৮৯০।

১৪ ফেব্রুয়ারি — দেশের মধ্যে প্রথম হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হল কলকাতায় ১৮৮১।
বিশ্বজুড়ে ইরাকের ওপর মার্কিন আক্রমণের নিন্দা ২০০৩।

১৫ ফেব্রুয়ারি — এসেক্স থেকে মার্কনির রেডিও সম্প্রচার শুরু ১৯২২।
সিঙ্গাপুরে জাপানী সৈন্যদের কাছে ব্রিটিশ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ ১৯৫২।

১৬ ফেব্রুয়ারি — কিউবার প্রধানমন্ত্রী হলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৫৯।
আমেরিকায় নাইনলের প্রথম পেটেন্ট ১৯৩৭।

১৭ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা ১৯৩৭।
শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির প্রথম সফর ১৯১৫।

১৮ ফেব্রুয়ারি — কবি জীবনানন্দ দাসের জন্ম ১৮৯৯।
পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের প্রয়াণ ১৯৯৭।
মুম্বাইতে নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ ১৯৪৬।
মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬।
রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম ১৮৩৬।

১৯ ফেব্রুয়ারি — দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে অমৃতবাজার পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ১৮৯১।
নিকোলাস কোপার্নিকাসের জন্ম ১৪৭৩।

২০ ফেব্রুয়ারি — ন্যায্য বিচার দিবস।

২১ ফেব্রুয়ারি — আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
স্বাধীন ভারতের খসড়া সংবিধান, অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ ১৯৪৮।

২২ ফেব্রুয়ারি — স্কটিশ বিজ্ঞানী আয়ান উইলনাটের সফল ক্লোনিং পরীক্ষা ১৯৯৭।

২৩ ফেব্রুয়ারি — রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু ১৯১৭।
জাদু সম্রাট পি সি সরকারের জন্ম ১৯১৩।

২৪ ফেব্রুয়ারি — বাংলা-বিহারের সংযুক্তিকরণ নিয়ে আন্দোলন শুরু ১৯৫৪।
মাদ্রাজের নামকরণ হল তামিলনাড়ু ১৯৬১।
কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু ১৮৭৩।

২৫ ফেব্রুয়ারি — 'পৃথ্বী'র সফল উৎক্ষেপণ ১৯৮৮।

২৬ ফেব্রুয়ারি — বহরমপুরে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭।
লেখিকা লীলা মজুমদারের জন্ম ১৯০৮।

২৭ ফেব্রুয়ারি — জার্মানের পার্লামেন্টে আগুন দিল নাৎসীরা ১৯৩৩।
গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন ২০০২।

২৮ ফেব্রুয়ারি — শেষ ব্রিটিশ সৈন্যদের ভারত থেকে বিদায় ১৯৪৮।
নাট্যকার গিরীশ ঘোষের জন্ম ১৮৪৪।
সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ওলফ পালমকে হত্যা ১৯৮৪।

উচ্চ ন্যায়ালয়ের সমস্যার নিরসন জরুরি

অজয় চৌবে (আইনজীবী)

একটা সময় ছিল যখন রাজশক্তির অত্যাচারের মোকাবিলা করতে গির্জা থেকে খ্রিস্টানরা এগিয়ে এসেছিল। সাগরপারের দেশ ইংলন্ডে দ্বিতীয় হেনরির ছেলে জন ১২১৫ সালে ম্যাগনা কার্টা তৈরি করেছিলেন। সেটা ছিল একটা গৃহযুদ্ধের ফসল, রাষ্ট্র আর গির্জার সংঘর্ষ বিরতি করতে একটা দ্বিপক্ষিক চুক্তি। আবার সেখান থেকেই উঠে এসেছে লিঙ্কনের আমেরিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহের থেকে বোঝা যায় ম্যাগনা কার্টা শুধুই একটা চুক্তি ছিল না। মানুষের দাবির মূল শেকড় তার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

অতীতের ইতিহাস নিয়ে গৌর-চন্দ্রিকা করলেও ফিরে আসি আসল কথায়। গণতন্ত্রের কিন্তু একটা মজা রয়েছে। সম্প্রতি একটি ঘটনা সমগ্র ভারতবাসীর মনে শিহরণ জাগিয়েছে তা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছেন। শীতের দুপুরে মিঠে-কড়া রোদে তুঘলক রোডে চার জন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সাংবাদিক সম্মেলন দেখে মনের ভেতরের বিপদের ঘন্টাটা বারবার বেজে উঠেছিল। এটা কি শুধুই নিছক একটি বৈঠক? না, এর পিছনে রয়েছে পুঞ্জীভূত অনেক বেদনার আগ্নেয়-গিরি। বলার অপেক্ষা রাখে না শাসকদল কখনও কখনও বিপদের আভাস পেলেই বিভিন্ন কায়দা কানুনের মধ্যে দিয়ে বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। আর তারই ফসল হিসেবে সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের চার বিচারপতি তাদের মুখ্য বিচারপতির ওপর সমস্ত ক্ষোভ সর্বসমক্ষে উগরে দিয়েছেন। একটি বেসরকারি চ্যানেলের খবরে দেখাচ্ছিল, ওই চার বিচারপতি প্রধান বিচারপতির রোস্টার ক্ষমতার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। খবর দেখতে দেখতেই নিজের মাথায় নিজেই চাপড় মেরে দেখছিলাম 'ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করছে তো'।

চারজন বিচারপতি সাংবাদিক বৈঠকে একটি চিঠি বার করে দেখান।

প্রধান বিচারপতিকে যে চিঠি তারা দিয়েছিলেন সেটাই প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। চিঠির আসল কথাটি হল প্রশাসনিক ক্ষমতার ব্যবহার করে প্রধান বিচারপতি ঠিক করেন কোন মামলা কার কাছে যাবে। এর ফলে রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে তিনি ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করছেন না। ওই চারজন বিচারপতির মনে হয়েছে প্রধান বিচারপতি এই কাজটি করে ক্ষমতাবান শাসকগোষ্ঠীকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। মারাত্মক অভিযোগ। আমাদের দেশে বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। মামলার রায় ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির নিরপেক্ষতা নিয়ে এর আগে কেউই প্রশ্ন তোলেন নি।

সব ঘটনারই একটা নিজস্ব ধারা থাকে। আমাদের দেশে সংবিধান প্রণেতারা চেয়েছিলেন দেশের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যে কাজের সমন্বয় থাকবে অথচ প্রত্যেকটি বিভাগ স্বশাসনের পূর্ণ সুযোগ কাজে লাগাবে। কিন্তু কালে কালে শাসকেরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে বিচারবিভাগকে অতি সক্রিয় করে তোলে। প্রয়োজনে আইন সংশোধন করা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে। যেমন ১৯৯২ সালে তৈরি কলেজিয়াম ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা হচ্ছে। এতে বিচারপতিদের 'ইগো'-তে লেগেছে। তাদের অভিমত, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মনোনয়ন বিচারপতিরাই করবে। এসব নিয়ে চোরা স্রোত বইছে। চার বিচারপতির ক্ষোভ প্রদর্শন একটি দুরূহ রোগের উপসর্গমাত্র।

স্বাধীন দেশের প্রথম 'কলেজিয়াম' বলতে আমরা বুঝি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বল্লভাই প্যাটেল এবং রাজা গোপালাচারীকে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ফেডারেল কোর্ট সুপ্রিম কোর্টে রূপান্তরিত হয়। তখন বিচারপতি ছিলেন হরিলাল কানিয়া। সেই সময় কানিয়া মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির সম্ভাব্য নাম বশির আহমেদের ব্যাপক বিরোধিতা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলেজিয়ামে সিদ্ধান্ত হয় বশির আহমেদকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি করা হবে।

অতীতে শীর্ষ নেতারা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিরসনের ক্ষেত্রে নিজেরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁরা এমনকিছু করতেন না, যার ফলে গণতন্ত্রের ওপর কোনো আঘাত এসে পড়ে। ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকেই শুরু করে ইদানিং কাল পর্যন্ত বিচারবিভাগের অতি সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেছেন অনেক বিশিষ্ট আইনজীবী। বিদ্রোহের উৎপত্তিস্থল খুঁজে বার করতে হয়, তা না হলে সেই বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সংবিধানের কাঠামোটাকে পঙ্গু করে দিতে পারে। চার বিচারপতির প্রকাশ্যে উষ্মা প্রকাশই বলে দিচ্ছে দেশের অঙ্গে রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। এই ঘটনা হওয়ার ছিল। তুঘলক রোডের কাণ্ডের পর থেকে জানা গেল কলেজিয়াম ব্যবস্থার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজীবীর মতে, পাঁচজন কেন দেশের সমস্ত বিচারপতিদের নিয়োগের চূড়ান্ত অধিকারী হবেন। অথচ এর আগের ব্যবস্থাটিও সঠিক ছিল—একথাটা বলা ঠিক হবে না।

কোনো জিনিসই শতকরা একশো শতাংশ ঠিক হয় না। জনমতকে চাক্ষুষ করা যায় না। তবুও মানুষের চাওয়া পাওয়াগুলি দেশে ইতিহাস তৈরি করে, নেতা তৈরি করে, কারণ জনগণই হচ্ছে গণতন্ত্রের আসল চালিকা শক্তি। ২০১৮ সালে এসে আমরা সাক্ষী রইলাম একটি অভূতপূর্ব ঘটনার। গণতন্ত্রকে নির্ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী উৎস বিরোধীরা। তারাই পারেন রোগের আসল দাওয়াই দিতে। কালে কালে দেশের বিরোধীরাই জনগণের সমর্থন নিয়ে গণতন্ত্রবিরোধীতার টুঁটি চিপে ধরে তাকে সঠিক পথে যেতে নিশানা দেখিয়েছে।

ছাত্রাবস্থায় বা বিয়ের আগেও আপনি থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করালেন

না!

ভবিষ্যতে আপনাদের থ্যালাসেমিয়া শিশু জন্মালে, দুঃস্বপ্নময় ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার সম্মুখীন হওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুত তো?

না!

আর তাই, আপনি ও আপনার জীবনসঙ্গী থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা জেনে নিয়ে বিয়ে করুন আর ফুলের মত নিষ্পাপ ও সুস্থ শিশু সন্তান আপনাদের জীবনকে আরও আনন্দে ভরিয়ে তুলুক।

কি খুশী তো!

৮ মার্চ
আন্তর্জাতিক নারী দিবস
৮ মে
বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস
৩১ মে
বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস
৫ জুন
বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১৩ জুন
আন্তর্জাতিক শিশু দিবস
১৪ জুন
বিশ্ব রক্তদাতা দিবস
১২ আগষ্ট
আন্তর্জাতিক যুব দিবস
৮ সেপ্টেম্বর
আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস
১ অক্টোবর
জাতীয় রক্তদান দিবস
৫ অক্টোবর
বিশ্ব শিক্ষক দিবস
১ ডিসেম্বর
বিশ্ব এইড্‌স্ দিবস

থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিন আপনি বাহক কিনা। আর বাহকের সাথে বাহকের বিয়ে না করে বা না দিয়ে আপনি থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

SERUM THALASSEMIA PREVENTION FEDERATION

10, Bhupen Bose Avenue, Kolkata - 700 004 Phone : 098305 60296 / 94330 98022

বোতাম রহস্যের জট খুলুক

পারিজাত বোস

বোতাম নিয়ে দুটি পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রের ছেলেমানুষি ক্রমশ বিশ্ববাসীর কাছে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠছে। শক্তি প্রদর্শন নিয়ে তরজা শেষ পর্যন্ত বিপদ ডেকে আনবে না তো! পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ যে কত ভয়ংকর তার জ্বলন্ত প্রমাণ হিরোসিমা বা নাগাসাকি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এখনো পর্যন্ত পারমাণবিক বোমা ফেলার ঘটনা তো একটাই, যার রেশ এখনও রয়েছে। জাপানের এই দুটি জায়গায় হয়তো বোতাম টিপে বোমা ফেলা হয়নি। যুদ্ধ বিমানের পেটে বোমা নিয়ে গিয়ে তা টপকে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য বিমানের কোনও বোতাম টিপে পেটের দরজা খোলা হয়েছিল কি না তার কোনও তথ্য জনগণের জানা নেই।

উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একে অপরকে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। সেখান থেকেই 'বোতাম' কথাটা উঠে এসেছে। কিম জং উন আমেরিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'বোতাম তাঁর টেবিলেই থাকে।' এরই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প টুইটে বলেন, 'আমার কাছেও পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের বোতাম আছে, আরও অনেক বড়ো।' সোজা বাংলা করলে দাঁড়ায় 'তোর চেয়ে আমারটা বড়ো।' সংবাদমাধ্যমগুলি ট্রাম্পের সম্পূর্ণ বক্তব্যটাকে ছেঁটে খানিকটা তুলে ধরেছে। যদি ট্রাম্পের বক্তব্যটাকে বঙ্গানুবাদ করা যায় তবে সেটা হবে, 'উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন বলেছেন, পারমাণবিক অস্ত্রের বোতাম তাঁর টেবিলে সব সময় রাখা থাকে। তাঁর বিপর্যস্ত ক্ষুধার রাজ্যের কোনও নাগরিক কি তাঁকে একটু বলবেন, যে আমার কাছেও পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের বোতাম আছে। যেটা তাঁর তুলনায় অনেক বড়ো এবং শক্তিশালী। আমার বোতাম কাজ করে।'

কত সুন্দর ট্রাম্পের বক্তব্যটা। আর এটাকে কেটেকুটে, এই ঐতিহাসিক হুমকিটার বিষ কমিয়ে

বিশ্বজুড়ে প্রচার মাধ্যমে নিন্দুকেরা সংবাদ পরিবেশন করছেন, ট্রাম্প নাকি কিম জং উনকে বলেছেন, 'তোর চেয়ে আমরাটা বড়ো।' অবশ্য এই মন্তব্যটা অনেকেরই বেশ পছন্দ হয়েছে।

পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের জন্য বেশ সুন্দর সুন্দর বোতাম লাগে। বলিউড এবং হলিউড-এর কিছু অ্যাকশন ছবির দৌলতে আমাদের বোতাম সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে বোতামের গঠন ও আয়তন নিয়ে আমাদের মনে কোনও প্রশ্ন আসে না। ছবির পর্দার দিকে তাকিয়ে আমরা এত মশগুল হয়ে পড়ি যে, কে, কখন, কিভাবে বোতাম টিপবে তা নিয়ে ভাবার সময় থাকে না।

পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে বোতাম যে ভিন্নতর হবে এবং সেটা যে হুমকি দেওয়ার একটা বিষয়, তা এতদিন কেউই ভাবেনি। তবে কিম জং উন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের টুইটের পর বোতাম এখন রীতিমতো ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। ট্রাম্প-এর বোতাম নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে বলা যেতে পারে, তাঁর ব্যাসার্ধ এবং উচ্চতা কী হতে পারে? ট্রাম্প এবং কিম কিন্তু দুটো বিষয়ে এক নয়।

ব্যাসার্ধে কিম এগিয়ে আর উচ্চতায় ট্রাম্প। কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ যদি একবাক্স হয়ে থাকেন, তা হলে বলে রাখা ভাল, এরকম কোনও বোতাম আদপে নেই। পুরোটাই গপ্পো। এবার 'বোতামের ওপর আঙুল'—এটা তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে চলে আসছে। সাধারণত কোনও যুদ্ধবিমান আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সময় বিমানচালক বিশেষ বোতাম টেপেন। প্যারাসুটের সাহায্যের জন্য বিমানচালক বিশেষ বোতাম টেপেন। প্যারাসুটের সাহায্যে বিমানচালক উড়তে থাকেন। বিমানটা ধ্বংস হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কখনও কখনও বিমানচালক বেঁচে যান। এরপর থেকেই দেশ-দেশান্তরে এই কথাটা বিকৃত হতে শুরু করেছে।

যার হাতে রয়েছে প্রভূত ক্ষমতা তার কাছে থাকা বোতামটি টিপলেই নিমেষে কাজ হয়ে যায়। এধরনের অভিজ্ঞতা সকলেরই রয়েছে। পাড়ার দাদা থেকে সরকারি আধিকারিক এবং মন্ত্রীদের কাছে থাকে এসব বোতাম। সরকারি ক্ষমতার অলিন্দে থাকা রাষ্ট্রনেতাদের বোতাম কিন্তু ভীষণ শক্তিশালী।

একবার টিপলে নোট বাতিল হয়ে যায়, বিভিন্ন কর চেপে যায় জনগণের ঘাড়ে, ব্যাঙ্কের টাকা ভুল করে উড়ে যায়—"হে বোতাম তুমি কত বড় শক্তিধর।' পারমাণবিক অস্ত্রে প্লুটোনিয়াম, ইউরেনিয়াম-এর থেকেও এই বোতামের কাজ বেশি। পারমাণবিক অস্ত্র ছাড়ার বিষয়টা অত সোজা নয়।

এর জন্য দেশের রাষ্ট্রপতিকে অনেক নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। রয়েছে অনুমোদনের বিষয়টি। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সবসময় থাকে একটি বিশেষ দল। তাদের সঙ্গে থাকে একটি বাক্স। সেই বাক্সটির পোষাকি নামটা হল, 'নিউক্লিয়ার ফুটবল'। এর মধ্যে থাকে প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং নির্দেশ। যতদূর জানা গেছে, মার্কিন সেনা বাহিনীর হাতে রয়েছে প্রায় হাজারটি পারমাণবিক অস্ত্র, যা দিয়ে হাজার জায়গায় পারমাণবিক বোমা ফেলা যেতে পারে। ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আগে ঠিক করতে হবে কোথায় কোথায় আঘাত হানতে হবে। যদিও এক্ষেত্রে তাঁর নজর উত্তর কোরিয়ার দিকে। উত্তর কোরিয়ার কতগুলো জায়গা টার্গেট করতে হবে, তার ঠিকানা জানা চাই। বিষয়টি অত 'জলবৎ তরলৎ' নয়। বিস্ফোরণ ঘটাবার আগে সঠিক সংকেত দেওয়ার জন্য একটি ডিভাইস থাকে, যার নাম 'বিস্কুট'। যদিও 'বিস্কুট' এবং 'বোতাম'-এর আকারগত দিকে থেকে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং বলা যেতে পারে ট্রাম্প এবং কিম জং উন-এর হাতে বোতাম নয়, থাকবে বিস্কুট।

যাক্ দেশের নেতারা এসব নিয়ে ভাববে। ছা-পোষা লোকদের এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আমাদের টেবিলে খাতা বই আর কলম থাকে। বিস্ফোরণের পর দেশবাসী দেখবে ভগ্নস্তূপের পাহাড়। দলা পাকানো পোড়া মৃতদেহের স্তূপ। রাস্তায় আহত বস্ত্রহীন মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও চোখে জল নেই। শুধুই গোঙানির শব্দ। হিরোশিমার মৃত্যু হয়েছিল ২৬ বছর বয়সে। সাদাকো কুরিহারা বেঁচেছিলেন ২০০৫ সাল পর্যন্ত।

করুণার কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু দু'জন রাষ্ট্রনেতা তো ছোটো ছেলেদের মত ঝগড়া করছেন। ওনাদের দু'জনের উচিত মুখোমুখি বসে নিজেদের বোতামগুলো মিলিয়ে নেওয়া। টুইটারের ফলে অনেক মানুষ বিষয়টি জেনে যাচ্ছে। একদম নয়, নিভৃতে দু'জনে মিলে বোতাম পরখ করে নিন। আমরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

কবিতা

প্রতীক্ষা

উত্থানপদ বিজলী

প্রতীক্ষা কার জন্য করা যায়?
যে আসবে, তাঁর জন্যে....
যে আসবে না,

শুধু শুধু দাঁড় করিয়ে রাখে পথে
গাছের তলায় কিংবা নিরিবিলি
কোনও পার্কের ধারে অনির্দিষ্টকালের জন্য

শুধু সিগারেট টেনে টেনে অর্ধেক হতে হয়!
যার আসার কথা
সে যদি বিশ্বাসী না হয়

যার বুকের কুলঙ্গিতে কোনও সত্য নেই
শুধু হিজিবিজি ছেঁড়া কাগজ
শুধু যত্রতত্র ভালোবাসার নামে

কিছু হলদেটে খাম
তার জন্যে অপেক্ষা করা যায় না।

অভিসার

সুস্মেলী দত্ত

আধখানা মেখে ডানা ঝাপটায় ভোরের জঠরে
প্রতিবার তারা একসাথে মিলে ফুল হয়ে ঝরে
শীত সমাপন মিহি কাজ সারা আজকাল রোজ

কোমর ছাপানো বেণীর আড়ালে যত সাজগোজ
ও বলে আমায় এ বলে আমায় দেখি বারবার
না থাক বিরহ ভালোবাসাবাসি ব্রত উপচার
এলেবেলে নদী ধীরে বয়ে যাই স্বর ব্যঞ্জনে

নাকছাবিটি যে হারিয়ে গিয়েছে বনে আর মনে
সুখের চাবিতে সিম সিম গুহা এখন খুলেছে
ঋতুরাজ সখ রং পিচকারিতে বসন্ত সেজেছে।

সঙ্গিনী

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

রাতের আঁধার নিকষ কালো
আমার চোখে কালোই ভালো
সুরমা টানা চোখের তারা

তার প্রেম মন বাঁধন হারা—
রাজহংসীর চলন যে তার
পরানসখা বন্ধু আমার,

ক্ষীণ কোটি তার তনুর শোভা
মরাল গ্রীবা নয়ন লোভা—
প্রণয় পাশে জড়ায় মোরে

আলিঙ্গনে বাহুর ডোরে,
আমার ভুবন তারই সুরে
ভালবাসার স্বপনপুরে।।

স্টেডিয়াম

সঞ্জয়ের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-ঘরের মাঠে চেন্নাই সিটির কাছে ২-১ হেরে সাংবাদিক সম্মেলনেই পদত্যাগ করলেন মোহনবাগানের কোচ সঞ্জয় সেন। সাংবাদিক সম্মেলন চলাকালীন মোহনবাগান সমর্থকরা কোচকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করেন। তাঁকে ইট ছুঁড়ে মারা হয়। সঞ্জয় সেন বলেন, 'তৈরি হয়েই এসেছিলাম। ঘরের মাঠে হারলেই পদত্যাগ করব। সব ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে নিজেই সরে যাচ্ছি।

ডুডু ফের ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি-ডু ডু ওমেগাবেমিক ফের ইস্টবেঙ্গলে। এবার তাঁকে দেখা যাবে লাল হলুদ জার্সিতে। প্লাজা এখন লাল হলুদ কোচের গছন্দ। চার্লসকে বদলে তার জায়গায় ডুডুকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ইস্টবেঙ্গলের টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিশ্বজয়ীর মৃত্যু

নয়াদিল্লি-গত বছরে মস্কোয় বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপের সিনিয়র বিভাগে দেশকে সোনা এনে দিয়েছিলেন। ৭ জানুয়ারি ভোরে দিল্লি হরিয়ানা সীমান্তের কাছে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন পাওয়ার লিফটার সক্ষম (২৮)। গাড়িতে ছিলেন ছ'জন। পাঁচজনেরই মৃত্যু হয়েছে। সকলেই পাওয়ার লিফটার। গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

বাংলার হার

নিজস প্রতিনিধি-সৈয়দ মুস্তাব আলি টি টোয়েন্টিতে ইডেনে বরোদার কাছে ১৭ রানে হারল বাংলা। বরোদার ১৪৯-৯-এর উত্তরে খেলতে নেমে ১৩২ রানে বাংলার সবাই আউট হয়ে যান। বাংলার হয়ে একা ব্যাট হাতে লড়বেন শ্রী বৎস গোস্বামী বাকি ব্যাটসম্যানরা অসফল হয়েছেন। বরোদার স্পিনার ক্রুনাল পান্ডিয়া ১৪ রান দিয়ে তিনটি উইকেট তুলে নেন। এছাড়া বরোদার বাঁ হাত পেসার লুকমান মেরিওয়ালা ২৬ রানে তিন উইকেট পান।

হার ভারতের

সেঞ্চুরিয়ান-সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা এগিয়ে ২-০। ভারত এই টিম নিয়ে টানা ন'টা সিরিজ জিতেছিল। ঘরের মাঠে সিরিজ জয়ের কেউ তেমন মূল্য দেয় না। বিদেশে জিততে পারলে নম্বর অনেক পাওয়া যায়।

বাগানে পেন

নিজস্ব প্রতিনিধি-সোনি নর্দের বদলে পেন ওর্জিকে নিচ্ছে মোহনবাগান। ইতিমধ্যেই সব কথা হয়ে গেছে। বাগানে রয়েছে পাঁচজন বিদেশি। জাপানি মিডিও ইউতা এখনও সুস্থ নয়। সে কারণেই মাঝমাঠের জন্য পেনকে নেওয়া হল বাগানে।

প্রয়াত মন্টু ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি-টালিগঞ্জ অগ্রগামীর কর্তা মন্টু ঘোষ (৮৩) প্রয়াত হলেন। ফুটবল প্রশাসক হিসেবে ময়দানে তাঁর নাম ছিল। তাঁর আমলে টালিগঞ্জ জাতীয় লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। তিনি আই এফ এ সচিব থাকার সময়ে বাংলা সন্তোষ ট্রফি জেতায় হ্যাটট্রিক করেছিল।

মেলবোর্ন নিয়ে

সিডনি-ক্রিকেটের কিংবদন্তী মাঠ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ড (এমসিজি) নিয়ে এবার আইসিসি-র সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যদি তাদের সন্দেহ সত্যি হয় তাহলে ওই মাঠে টেস্টের অধিকারও হারাতে পারে মেলবোর্ন। বিষয়টি নিয়ে অবাক গোটা ক্রিকেট বিশ্ব। সম্প্রতি বক্সিং ডে টেস্ট ড্র হওয়ার পরে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া দুই শিবিরই অভিযোগ তোলে। ম্যাচ রেফারি রঞ্জন মদুগালের কাছ থেকেও সম্ভবত ইতিবাচক রিপোর্ট জমা পড়েনি।

প্রমীলা ফুটবল শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই এফ এ এবার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলা ফুটবলার তুলে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করল। জানা গেছে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে বারাসত স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে মহিলাদের ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির। আই এফ এ সচিব উৎপল গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, 'প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে মহিলা কোচ নিয়োগ করা হবে।' এই শিবিরের জন্য আর্থিক সাহায্য করেছেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। তিনি বলেন, 'অনেক মেয়েরই ফুটবলের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তারা প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় না। তাদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ। বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে প্রতিভাবান মেয়েরা। এখান থেকেই উঠে আসবে ভবিষ্যতের ফুটবল তারকারা।'

পাকিস্তানকে হারিয়ে জয় ভারতের

শারজা-সাফল্য পেল ভারতের দৃষ্টিহীন ক্রিকেট টিম। ১৯ জানুয়ারি শারজায় চিরপ্রতিপক্ষ পাকিস্তানকে ২ উইকেটে হারিয়ে টানা দুবার বিশ্বকাপ জয় করল ভারত। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে জিতেছে একবার। দেশের এই সাফল্যে খুশী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও। এদিন পাকিস্তান আগে ব্যাট করে ৩০৮-৮ স্কোর করে। ৪০ ওভারের ম্যাচে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৮.২ বলে প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় ভারত। জয়ের নায়ক সুনীল রমেশ ও অজয় তেওয়ারি। ফাইনালে দর্শক হিসেবে মাঠে উপস্থিত ছিলেন জাহির আবাস, সৈয়দ কিরমানি ও ডেভিড রিচার্ডসন।

বিদায় সনির

নিজস্ব প্রতিনিধি-চোটের কারণে মরসুমের মাঝপথে মোহনবাগান ক্লাব ছাড়লেন সনি নর্দে। অস্ত্রোপচার ছাড়া সনির চোট সারবে না। মাঠে নামতে না পেরে সনির মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তার সঙ্গে সমর্থকদের গালি গালাজ তো রয়েছেই। এই অবস্থায় ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন সনি।

সব খেলার সেরা...

বিশ্বকাপ ফুটবলের হাওয়া বইছে গোটা মস্কো জুড়ে। বছরের শুরু থেকেই উৎসবের সাজে সেজেছে মস্কোর বিশ্বকাপ স্টেডিয়াম।

বোল্টের ইচ্ছা

জামাইকা-পৃথিবীর দ্রুততম মানুষটি এবার ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সেই স্বপ্নপূরণ করতে মার্চ মাসে জার্মানির বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের ট্রায়ালে নামছেন কিংবদন্তি অ্যাথলিট ইউসেইন বোল্ট। যদিও তাঁর ইচ্ছা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবে খেলা। তিনি বলেন, 'ট্রায়াল দেওয়ার পর আমি আমার ক্ষমতা বুঝতে পারব। যদি সফল হই তাহলে আরও পরিশ্রম করব।'

শতবর্ষে শ্যামবাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি-শ্যামবাজার ক্লাবের শতবার্ষিকী হয়ে গেল ২৬ জানুয়ারি। ক্রীড়া জগতে ক্লাবের অবদান অতুলনীয়। অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। এই ক্লাব থেকে উঠে এসেছেন অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়। শুভিমান সাহা এই ক্লাবে খেলতেন।

চাপে খালিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি-ডার্বি হারের পরেই নড়েচড়ে বসেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। খালিদকে চাপে রাখতে ফের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়ে আসা হল লাল-হলুদ টিমে। পরপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। উইলিস প্লাজাকে ছেড়ে দেওয়া হল। বিদেশি খোঁজাও শুরু করে দিয়েছে ক্লাব। ব্রাজিলিয়ান স্টাইকার রাফায়েল সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছে। সম্প্রতি ক্লাবে খালিদকে নিয়ে অনেক জল ঘোলা শুরু হয়েছে। ক্লাব কর্তারা চাইছেন খালিদ নিজে থেকে তাঁর জায়গা ছেড়ে দিক। অন্যদিকে, খালিদও বুঝে নিতে চাইছে শেষ অবস্থাটা।

আই পি এল

মুম্বই-২২ জানুয়ারিতে আই পি এলের গভর্নিং কাউন্সিলের সভায় ঠিক হয়, ৭ এপ্রিল থেকে মুম্বইতে শুরু হবে আই পি এল ১১। ফাইনাল ২৭ মে। উদ্বোধনের অনুষ্ঠানও বেশ ভাল করে করা হবে। এবার খেলার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। রাত ৮ টার বদলে খেলা শুরু হবে ৭টা থেকে। বিকেল ৪ টার ম্যাচেও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কমিটির অন্যতম সদস্য সৌরভ গাঙ্গুলি সভায় ছিল না। ২৭ ও ২৮ জানুয়ারিতে আই পি এল-এর নিলাম হয়ে গেল। এবারের আই পি এল কতটা জমবে তা নিয়ে এখনও দ্বিধায় রয়েছেন কর্তারা। মুম্বই খেলায় কতটা দর্শক টানবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার....

১ জানুয়ারি বৃন্দাবন বোস লেন-এ কল্পতরু উৎসবের মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। মঞ্চে রয়েছেন পুরপিতা বাপী ঘোষ, গৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জি, শুভাশিষ চ্যাটার্জি, ডি আশীষ, তপন ব্যানার্জি প্রমুখ। নিজস্ব চিত্র

৯ জানুয়ারি কফি হাউসে রক্তদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

ছৌ-নৃত্য কর্মশালায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির নিজস্ব চিত্র

উল্টাডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাব আয়োজিত থ্যালাসেমিয়া রোগীদের ওষুধ প্রদান অনুষ্ঠানে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে সংগঠকদের হাতে। নিজস্ব চিত্র

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন জেনারেল সার্ভিস অফিসারস্ অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবির ও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে সংগঠনের মুখপত্র 'সুমধ্যমা' পড়ছেন ফুটবল প্রশিক্ষক পি. কে. ব্যানার্জি। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

প্রতীম চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী ও স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ শেখর ঘোষ, ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা ও অজয় চৌবে

সদস্যবৃন্দ ১) আশিষ সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) স্বরূপ বোস ৪) রুদ্র রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) দীপঙ্কর মিত্র ৯) বুদ্ধদেব বক্সি ১০) তপন ব্যানার্জি ১১) অশোক পাল ১২) অনুপম দাস ১৩) তারকনাথ কুণ্ডু ১৪) সৈকত মুখার্জি ১৫) সোনালী বিশ্বাস ১৬) বীরেন্দ্রনাথ দে ১৭) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৮) সঞ্জয় সাহা ১৯) পার্থ দাস ২০) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ২১) সৌগত লাহা ২২) বিভাস সুর ২৩) অপূর্ব রায় ২৪) এস কে নাজিবুর রহমান ২৫) শিল্পী মুখার্জী ২৬) সন্দীপ মিল ২৭) অমল বোস ২৮) বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত ২৯) তপন কুমার ঘোষ ৩০) তাপস কুমার চক্রবর্তী ৩১) রিক্তা বিশ্বাস ৩২) গৌতম সুন্দর ৩৩) শোভন চক্রবর্তী ৩৪) মিনাক্ষী পাল ৩৫) নমিতা পাল ৩৬) রামকৃষ্ণ বসাক ৩৭) মালঞ্চ সাহা ৩৮) রীতা দাস ৩৯) সুরজিৎ দত্ত ৪০) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৪১) ইরা দত্ত ৪২) প্রিয়জিত ভৌমিক ৪৩) শান্তি ব্যানার্জী ৪৪) প্রসেনজিৎ দোলুই ৪৪) রীতেশ ঘোষ ৪৬) শীলা নন্দী ৪৭) অমিতাভ সিনহা ৪৮) দেবাশিষ ভট্টাচার্য ৪৯) ডাঃ শুভাশিষ ভট্টাচার্য্য ৫০) শুভাশিষ সুর ৫১) পুলককুমার সুর ৫২) সমীরণ গুহ রায় ৫৩) রূপা ব্যানার্জি ৫৪) ডাঃ রবীন্দ্রনাথ সরকার ৫৫) প্রদীপ কুমার দাঁ ৫৬) মঞ্জুশ্রী সাহা ৫৭) মিম্পি রাহা ৫৮) দেবাশীষ দাস ৫৯) নমিতা রায় ৬০) রাজা কর ৬১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী ৬২) ডালিয়া দত্ত ৬৩) আশিষ ভট্টাচার্য ৬৪) কমলকান্তি ঘোষ ৬৫) বর্বিতা দাস ৬৬) অসীমা ভড় ৬৭) আলোকনা সিকদার ৬৮) মধুমিতা পাত্র ৬৯) শুভময় কুণ্ডু ৭০) অনুলেখা মিত্র ৭১) সুদীপা কর্মকার ৭২) গোপাল সাহা ৭৩) সম্মান দাস ৭৪) তাপস মুখার্জি ৭৫) উমেশ গুপ্তা।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,